যুগান্তর

14 JAN 2013

গাজীপুরে বাউবির ভিসি ও আন্দোলনকারীদের পৃথক সংবাদ সম্মেলন

গাজীপুর প্রতিনিধি

পদোন্নতি, কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা, হাউস লোনসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে গাজীপুরের বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ভিসি এবং আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বৃহস্পতিবার পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নেতারা।

বৃহস্পতিবার সকালে বাউবির ভিসির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভিসি আবাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চলমান পূত্ত পরিবেশ নষ্যাৎ করার ও বিশৃংখলা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে একটি কুচক্রী মহল পাঁয়তারা করছে। ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির নীতিমালা অনেক আগেই আছে। কিন্তু ২০ বছর ধরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। এতে অনেক যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতিবঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি বলেন, ২০ বছর পর যখনই সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতির নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং এর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ৬ জানুয়ারি বোর্ড অব গভর্নর্সের সভা আহ্বান করা হয়েছে ঠিক তখনই কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বোর্ড অব গভর্নর্সের সভা বানচালের প্রচেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, তার কর্মকাল প্রায় শেষের দিকে। গত চার বছরে তার নামে কোন ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেনি।

অপরদিকে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেছে। সংবাদ সম্মেলনে তারা বর্তমান ভিসির বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. কেএম রেজানুর রহমান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এতে অন্যদের মধ্যে বাউবির অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ তেজিশ খান, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি মোঃ হিদায়েত মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহ আবাদ, কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ভূঁইয়া, সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, রোববার থেকে বাউবির কর্মচারীরা পদোন্নতি, কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা, হাউস লোন, ২০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি, গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন ছুটি পুনর্বহাল এবং গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সসহ বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করে আসছেন। সোমবার থেকে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে শিক্ষক কর্মকর্তারাও আন্দোলন করছেন। মঙ্গলবার দুপুরে ভিসির সঙ্গে আন্দোলনকারী কর্মচারীদের বৈঠক হয়। এতে ভিসি কর্মচারীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে পদোন্নতির প্রদানের আশ্বাস দেন এবং ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় চান। এ সিদ্ধান্ত কর্মচারী সমিতির সভাপতি তরিকুল ইসলাম গ্রুপ মেনে নিয়ে আন্দোলন ত্যাগ করেন। কিন্তু কর্মচারি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ভূঁইয়া গ্রুপ ভিসির ওই আশ্বাসে অনাস্থা প্রকাশ করে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।